আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "পবিত্র কোরআনে হযরত সুলাইমান (আ:)" সুলাইমান-৩

সুলাইমান (আ:) সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ

১. সূরা ২১ আল-আম্বিয়া : আয়াত ৭৮ থেকে ৮২ = ৫ টি

২. সূরা ২৭ আল-নামল : আয়াত ১৫-৪৪ = ৩০ টি

৩. সূরা ৩৪ সাবা : আয়াত ১২ থেকে ১৯ = ৮ টি

৪. সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৩০ থেকে ৪০ = ১১ টি

৪টি সূরা : মোট আয়াত = ৫৪ টি

তিনটি **Post** এ আয়াতগুলো ব্যাখ্যা সহ পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ। এর আগে দুটি **Post**-এ দাউদ (আ:) সংক্রান্ত ৯ টি সুরার ২১ টি আয়াত ব্যাখ্যা সহ পেশ করা হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআনের এর ব্যাখ্যা

সুলাইমান (আ:) ছিলেন দাউদ (আ:) এর ছোট ছেলে। দু'জনই আল্লাহর নবী ছিলেন। এবং দু'জনই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন. আল্লাহ তা'আলা দু'জনকেই অনেক নেয়ামত দান করে ছিলেন।

পৃথিবীতে লৌহ যুগ **(Iron age)** শুরু হয়. খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ ও ১০০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে. আর এটাই ছিল দাউদ (আ:) এর যুগ।

প্রথম দিকে সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের **(HITTITES)** হিত্তী জাতি লোহা ব্যবহার করে। ২০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ জাতির উত্থান দেখা যায়। তারা লোহা গালাবার একটা জটিল পদ্ধতি জানতো। সারা দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে তারা একে কঠোরভাবে গোপন রাখে। পরে ফিলিস্তিনিরা ও এ পদ্ধতি গোপন রাখে। দাউদ (১০০৪-৯৬৫ খ্রি: পূ:) বনি ইসরাইলিদের শাসন হওয়ার পর, লৌহ নির্মাণ শিল্পের যে গোপন কলাকৌশল হিত্তী ও ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং লৌহ নির্মানের এমন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় যার ফলে সাধারণ ব্যবহারের জন্য লোহার কম দামের জিনিসপত্র তৈরি হতে থাকে।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

ফিলিস্তিনের দক্ষিনে আদ্দম এলাকা আকরিক লোহার **(Iron Ore)** সমৃদ্ধ ছিল। এ এলাকার অনেক জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পাওয়া গেছে যেখানে লোহা গলাবার চুল্লি বসানো ছিল। আকবা ও আইলার সাথে সংযুক্ত হযরত সুলাইমান (আ:) জামানার বন্দর ইসয়ুন জাবেরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে যে চুল্লি পাওয়া গেছে, তা

পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান করা হয়েছে যে, তার মধ্যে এমন সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো যা আজকের **Blast Furnace** এ প্রয়োগ করা হয়।

বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয়বস্তুর উপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, সুলাইমান (আ:) তার রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। একদিকে ইসয়ুন জাবের বন্দর থেকে তার বানিজ্য বহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভুমধ্যসাগরের বন্দরসমূহে থেকে তার নৌবহর পশ্চিম দেশসমূহে যেতো।

ইসয়ুন জাবের তার সময়ের যে বিশাল চুল্লি পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোন চুল্লি আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধপ্রাচ্য পাওয়া যায় নি। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে আদমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে অশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লীতে গলাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়াও জাহাজ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হতো।

সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরাপুরি অনুকূল বাতাসের উপর নির্ভর করতো। দুটি সামুদ্রিক বহর সবসময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো।

এছাড়াও আল্লাহ সুলেমানকে ক্ষমতা দিয়ে থাকবেন, বায়ু সুলাইমানের হুকুম মতো চলতো **تَجْرِي بِأَمْرِهِ**

হযরত সুলাইমান (আ:) ছিলেন হযরত দাউদ (আ:) এর ছোট ছেলে। তার আসল ইবরানী নাম ছিলো সোলোমোন। এটি ছিল "সলীম" শব্দের সমার্থক। খ্রিস্টপূর্ব ৯৬৫ অব্দে তিনি হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং খ্রি: পূ: ৯২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সুলাইমানের রাজ্য বর্তমান ফিলিস্তিন ও জর্দান রাষ্ট্র সমন্বিত ছিল এবং সিরিয়ার একটি অংশ এর অন্তভুক্ত ছিল।

সুলাইমানকে যে পশু-পাখির ভাষা শেখানো হয়েছিল, বাইবেলে সে কথা আলোচিত হয়নি। কিন্তু বনি ইসরাইলের বর্ণনাসমূহের এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে **(জুয়িশ Encylopedia, 11th part, 439 Page).**

জিনেরা যে সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অংশ ছিল এবং তিনি তাদের কাজে নিয়োগ করতেন, বাইবেলে এ কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু তালমুদ ও রাব্বিদের বর্ণনায় এর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে **(জুয়িশ Encylopedia, 11th part, 440 Page).**

কোরআনে এখানে জীন, মানুষ ও পাখি তিনটি আলাদা প্রজাতির প্রথমে **ال** (আলিফ লাম) বসানো হয়েছে, তাদের পৃথক পৃথক প্রজাতিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে।

পিঁপড়ের আধিককের কারণে একে ওয়াদি আঁ-নামল (পিপড়ের উপত্যকা) নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, **" وَادِ بِلْأَ رَضِ الشام كثيرالنمل"** সেটি সিরিয়া দেশের একটি উপত্যকা এবং সেখানে পিপড়ের আধিক্য রয়েছে।

একটি পিপড়ের পক্ষে নিজের সমাজের সদস্যদেরকে কোন একটি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এবং এজন্য নিজেদের গর্তে ঢুকে যেতে বলা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোটেই কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

সুলাইমান (আ:) এর শ্রবণেন্দ্রিয় আল্লাহর কালামের মতো সূক্ষ্মতর জিনিস আহরণ করতে পারে তার পক্ষে পিঁপড়ের কথার মতো স্থূল জিনিস **(crude)** আহরণ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

وزع এর আসল অর্থ রুখে দেয়া।

اَوْزِعْنِى اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَك

আমাকে রুখে দাও, আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তুমি আমাকে যে বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছো তা এমন যে, যদি আমি সামান্য গাফেল হয়ে যাই তাহলে নাজানি বন্দেগীর সীমানা থেকে বের হয়ে আমি নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। তাই হে আমার পরওয়ারদেগার তুমি আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, যাতে আমি অনুগ্রহ অস্বিকারকারী পরিবর্তে অনুগ্রহেরজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীতে পরিণত হতে পারি।

জিন ও মানুষের মতো পাখিদের সেনাদলও সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত: সুলাইমান পাখিদের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান, শিকার ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন। পাখির "মানতিক " অর্থ পাখির বুলি। মানুষের জন্য সাধারণত "লুগাত" বা "লিসান" শব্দ ব্যবহার করা হয় যার অর্থ ভাষা।

সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যাবসায়ী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামেনের রাজধানী সানআ থেকে ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। তার উতথানের যুগে মাইনের রাষ্ট্রের পতনের প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দে শুরু হয়। এরপর থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত আরব দেশে তাদের দোর্দন্ড প্রতাপ অব্যাহত থাকে।

তারপর ১১৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ আরবের দ্বিতীয় খ্যাতিমান জাতি হিমআর তাদের স্থান দখল করে।

আরবে ইয়ামন ও হাদারামউত ও আফ্রিকায় হাবসা (ইথিওপিয়া) পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব আফ্রিকা, হিন্দুস্থান, দূরপ্রাচ্য এবং আরবের যত বানিজ্য মিসর, সিরিয়া গ্রিস এবং ইতালির সাথে হতো তার বেশিরভাগ ছিল যা সাবায়ীদের হাতে।

এজন্য এ জাতিটি প্রাচীনকালে নিজেদের ধনাঢ্যতা ও সম্পদশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বরং গ্রিক ঐতিহাসিকরা তো তাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাবসায় ছাড়া তাদের সমৃদ্ধির বড় কারণটি ছিল এই যে, তারা দেশের জায়গায় জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

ফলে তাদের সমগ্র এলাকা সবুজ শ্যামল উদ্যানে পরিণত হয়েছিল। তাদের দেশের এ অস্বাভাবিক শস্য শ্যামলিমার কথা গ্রিক ঐতিহাসিকরাও উল্লেখ করেছেন যা কুরআন মজীদেও সূরা সাবার ২য় রুকুতে এদিকে ইঙ্গিত করেছে।

হযরত সুলাইমান ও দাউদ লোহিত সাগরের কিনারে ইয়ামন বসবাস রত সাবা জাতি সম্পর্কে জানতেন। যাবুরে উল্লেখ পাওয়া যায়।

হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে (দায়ূদকে) আপনার শাসন, রাজপুত্রকে (সুলাইমানকে) আপনার ধর্মশীলতা প্রদান কর। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগন নৈবেদ্য আনিবেন। শিবা (অর্থাৎ সবার ইয়ামেনী ও হাবশি শাখাসমূহ) সবার রাজগন উপহার দিবেন। (গীত সংহিতা ৭২:১-২, ১০-১১)

হুদহুদের কথা থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতটি সূর্য দেবতার পূজা করতো। ইবনে ইসহাক **Genealogies** অভিজ্ঞদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, সাবা জাতির প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ হলে আবদে শামস (সূর্যের দাস) এবং উপাধি ছিল সাবা। বনি ইসরাইলিদের বর্ণনা ও এর সমর্ধক। সূরা ২৭ আন-নামল এর ২৬ নং আয়াতে সেজদা ওয়াজিব।

বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা কে কি জানে, শোনে ও দেখে, কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে ও বোঝে এবং তাদের প্রত্যেকের মন ও বুদ্ধিশক্তি কিভাবে কাজ করে যে সব সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত উপায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পার নি।

এরপরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীবনের যে সামান্যতম পর্যবেক্ষন করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে তাদের বিস্ময়কর যোগ্যতা ও ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া গেছে।

এখন মহান আল্লাহ যিনি এসব প্রাণীর স্রষ্টা তিনি যদি আমাদের বলেন, তিনি তার একজন নবীকে এসব প্রাণীর ভাষা বুঝার এবং এদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই নবীর কাছে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবার কারণে একটি হুদহুদ পাখি এমনি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিল যার ফলে ভিন দেশ থেকে এই এই বিষয় দেখে এসে নবীকে সে তার খবর দিতো, তাহলে কি আমরা এটা বিশ্বাস করবো না?

সাবার রানী সুলাইমানের দরবারে খবর পাঠালেন এই বলে: আপনার দাওয়াত আপনার মুখে শুনার এবং সরাসরি আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই আসছি। রানী যখন বায়তুল মাকদাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

হুদহুদ বলেছিল যে, রানীর সিংহাসনটি বড়োই জমকালো।

সুলাইমান ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রানী ও তার সভাসদদেরকে একটি মু'জিযাও দেখতে চাচ্ছিলেন। যেন তারা জানতে পারে, আল্লাহ তার নবীদেরকে কেমন অস্বাভাবিক শক্তি দান করেন এবং এভাবে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হবে সুলাইমান যথার্থ আল্লাহর নবী।

বায়তুল মাকদাস থেকে সবার রাজধানী মায়ারিবের দূরত্ব পাখির উড়ে চলার পথের হিসাবে কমপক্ষে ১৫০০ মাইল ছিল।

এতদূর দেশ থেকে এক সম্রাজ্ঞীয় সিংহাসন এত কম সময়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা কোন মানুষের কাজ হতে পারতো না। চিন্তা করলে এটা বুঝা যায়, একজন প্রকৃত জিনের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে।

কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন এ ব্যক্তি কে ছিল, (যে জিনের চেয়েও দ্রুত গতিতে, চোক্ষের পলক ফেলার আগেই সিংহাসনটি নিয়ে এল), তার কাছে কোন বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কোরআন বা সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয় নি।

ঐ ব্যাক্তি কোনোক্রমেই জীন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এবং তার মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা মোটেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তিনি কোন অস্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার এই জ্ঞান আল্লাহর কোন কিতাব থেকে সংগৃহীত ছিল।

জীন নিজের দৈহিক শক্তি বলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে (রাজদরবার ২/২.৫ ঘন্টার বেশি হয় না সাধারণত) সিংহাসন উঠিয়ে আনার দাবি করেছিল। কিন্তু যে ব্যাক্তি আসমানী কিতাবের শক্তি বলে মাত্র এক লহমায় মধ্যে তা উঠিয়ে আনলেন।

চোখের পলক ফেলতেই ১৫০০ মাইল দূর থেকে একটি সিংহাসন কেমন করে উঠে এল? স্থান-কাল, বস্তু ও গতি সম্পর্কে যে ধারণা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি করে রেখেছি সে সবের যাবতীয় সীমারেখা কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের জন্যই সংগত। আল্লাহর জন্য এসব ধারণা সঠিক নয় এবং তিনি এসব সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নন। তার সামান্য একটি ইশারায় সাবার রানীর সিংহাসনকে আলোকের গতিতে চালিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মে'রাজের ঘটনাও তেমনি আল্লাহর কুদরত।

الصَّافِنَا تُ ٱلْجِيَادُ অর্থ হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ে।

خير আরবিতে এই শব্দটি ব্যবহার হয় বিপুল সম্পদ অর্থে এবং ঘোড়ার জন্য পরোক্ষ অর্থেও ব্যবহার হয়। সুলাইমান যেহেতু ঐ ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য রেখেছিলেন তাই তিনি "খাইর" শব্দের মাধ্যমে ঘোড়াগুলোকে চিহ্নিত করেছেন।

হযরত সুলাইমান (আ:) এর সামনে যখন উন্নত ধরনের ভাল জাতের ঘোড়ার একটি পাল পেশ করা হল তখন তিনি বললেন, অহংকার বা আত্মম্ভরিতা করার জন্য অথবা শুধুমাত্র আত্মস্বার্থে খাতিরে এ সম্পদ আমার কাছে প্রিয় নয়। বরং এসব জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণকে আমি আমার রবের কালেমা বুলন্দ করার জন্য পছন্দ করে থাকি। তারপর তিনি সে ঘোড়াগুলোর দৌড় করালেন এমনকি সেগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। এরপর তিনি সেগুলো ফেরত আনালেন। ফেরত আসার পর সুলাইমান ঘোড়াগুলোর পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

দেখো, সে আমার কত ভালো বান্দা ছিল, বাদশাহীর সাজ-সরঞ্জাম তার কাছে পছন্দনীয় ছিল দুনিয়ার খাতিরে নয় বরং আমার জন্য পবিত্র কোরআনে হযরত সুলাইমান (আ:) আর উচ্চ মর্যাদা ও মহিমান্বিত বন্দেগীর কথা প্রথমে বলা হয়েছে তারপর বলা হয়েছে তাকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল। তারপর তার বন্দেগীর এ কৃতিত্ব দেখান যে, যখন তার

সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়া হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সুলায়মান নিজের পদস্থলন সম্পর্কে সজাগ হন, নিজের রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তিনি ফিতনার (পরীক্ষার) সম্মুখীন হয়েছিলেন নিজের সে কথা ও কার্যক্রম ফিরে আসেন।

আল্লাহর নিরপেক্ষ সমালোচনা, পর্যালোচনা ও জবাবদিহি থেকে সাধারণ তো দূরের কথা নবীরাও বাঁচতে পারে নি। অপরাধ করে ঘাড় বেকা করে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করবে, তখনি বিনীতভাবে নিজে রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এই কর্মনীতির ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ যা মনীষিদের পদস্থলন কেবল ক্ষমাই করে দেন নি বরং তাদের প্রতি আরও বেশি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন।
সুলাইমানের মনে সম্ভবত এ আকাঙ্খা ছিল যে, তার পরে তার ছেলে হবে স্থলাভিষিক্ত এবং শাসন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব তার পরিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে।

এ জিনিসটিকেই আল্লাহ সুলাইমানের জন্য ফিতনা (পরীক্ষা) গণ্য করেছেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি এমন সময় সজাগ হয়েছেন যখন তার পুত্র যুবরাজ রাজু বয়াম এমন এক অযোগ্য তরুণ হিসাবে সামনে এসে গিয়েছিল যার আচরণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল যে, সে দাউদ ও সুলাইমান (আ:) আর সালতানাত চার দিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

সিংহাসনে দেহ নিক্ষেপ করার ভাবার্থ সম্ভবত এই হবে যে, যে পুত্রকে তিনি সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল একটি অযোগ্য পুত্র।

এ সময় তিনি নিজের আকাঙ্খা পরিহার করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ মর্মে আবেদন জানান যে, এ বাদশাহী যেন আমার পরে শেষ হয়ে যায় এবং আমার পরে আমার বংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অব্যাহত রাখার আকাঙ্খা আমি প্রত্যাহার করলাম। এবং সুলাইমান নিজের পরে আর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়াত করে যান নি।

الريح عا صفة প্রবল বায়ু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সূরা আম্বিয়ায়। আর এখানে সেই একই বাতাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে

تَجْرِى باَ مْرِه رُخَاءً তার হুকুমে বাতাস মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো। এর অর্থ বাতাস মূলত প্রবল ছিল, যেমন বাতাস চালিত জাহাজ চালাবার জন্য প্রবল বায়ুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুলাইমানের জন্য বাতাসকে মৃদুমন্দ করে দেয়া হয়েছিল যে, তার বানিজ্য ভর যেদিকে সফর করতে চাইতো সেদিকেই বাতাস প্রবাহিত হতো।

শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে. আর শৃঙ্খলিত জীন বলতে এমন সব সেবক জীন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুস্কর্মের জন্য বন্দি করা হতো। এটা জরুরি নয় যে লোহার বেড়ি ও জিঞ্জির দিয়ে জিনগুলোকে বাধা হতো এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রকাশে (মানুষের মতো) দেখতে পাওয়া অপরিহার্য ছিল না। মোটকথা তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দি করা হতো যার ফলে তারা পালাবার ও কুকর্ম করার সুযোগ পেতো না।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আস-সাবা ৩৪:১২ থেকে ১৯**

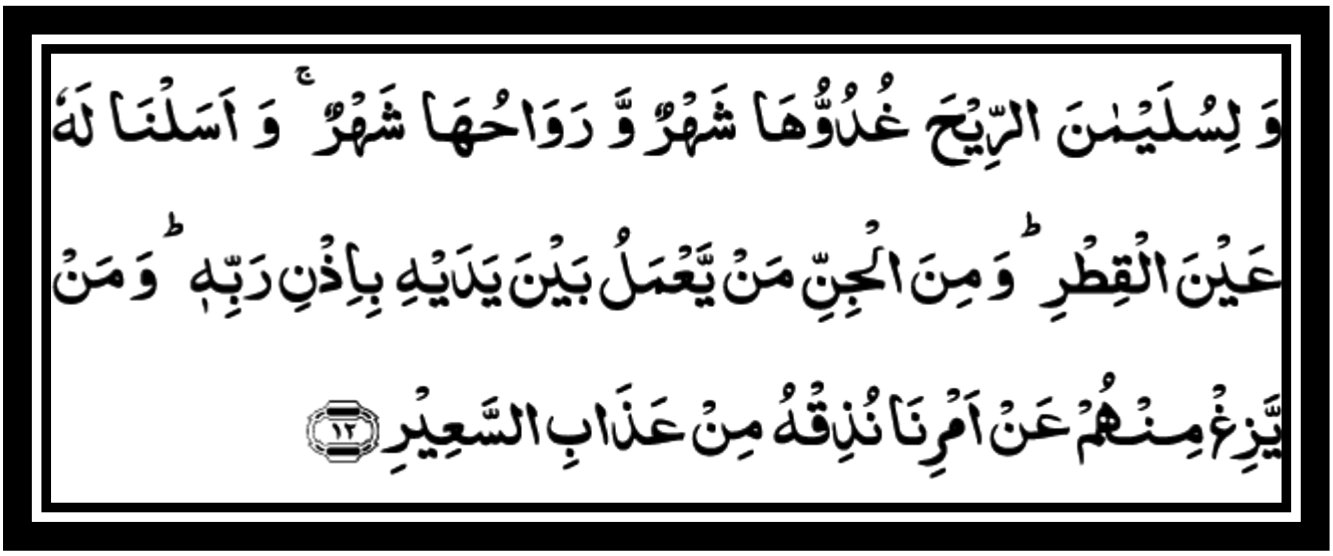
وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَ اَسَلْنَا لَهٗ
عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَ مَنْ
يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۲﴾

আমি সুলাইমানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিনদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব। (সূরা আস-সাবা ৩৪:১২)

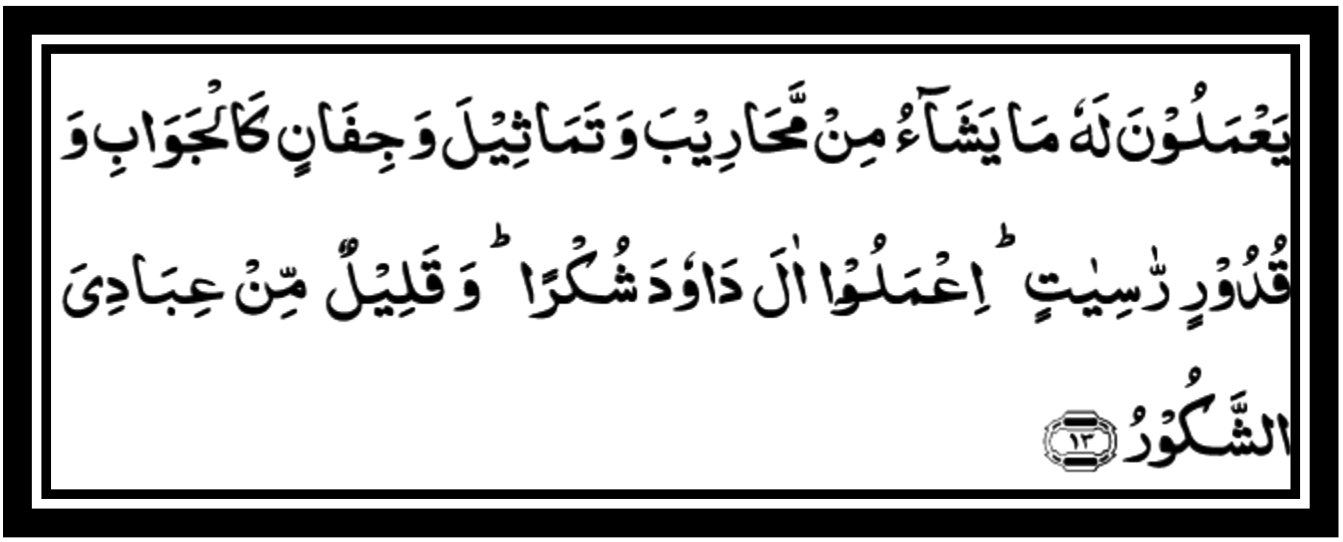
يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ
قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُوْرُ ﴿۱۳﴾

উহারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মান করিত। আমি বলিয়াছিলাম, "হে দাউদ-পরিবার! কৃতজ্ঞতা সঙ্গে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!" (সূরা আস-সাবা ৩৪:১৩)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ
تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ؕ ﴿١٤﴾

যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিনদেরকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন সে পড়িয়া গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহার লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবোদ্ধ থাকিত না।
(সূরা আস-সাবা ৩৪:১৪)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ؕ كُلُوْا
مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

সাবাবাসীদের জন্য তো উহাদের বাসভুমিতে ছিল এক নিদর্শন: দুইটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে, উহাদেরকে বলা হইয়াছিল, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালক-প্রদত্ত রিযিক ভোগ করো এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক।" (সূরা আস-সাবা ৩৪:১৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

فَاَعۡرَضُوۡا فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ الۡعَرِمِ وَ بَدَّلۡنٰهُمۡ بِجَنَّتَيۡهِمۡ
جَنَّتَيۡنِ ذَوَاتَىۡ اُكُلٍ خَمۡطٍ وَّ اَثۡلٍ وَّ شَىۡءٍ مِّنۡ سِدۡرٍ قَلِيۡلٍ ﴿۱۶﴾

পরে উহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাধভাঙ্গা বন্যা এবং উহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ। (সূরা আস-সাবা ৩৪:১৬)

ذٰلِكَ جَزَيۡنٰهُمۡ بِمَا كَفَرُوۡا ؕ وَهَلۡ نُجٰزِىۡۤ اِلَّا الۡكَفُوۡرَ ﴿۱۷﴾

আমি উহাদেরকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদের কুফরীর জন্য। আমি কৃতঘ্ন ব্যাতিত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না। (সূরা আস-সাবা ৩৪:১৭)

وَ جَعَلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَ بَيۡنَ الۡقُرَى الَّتِىۡ بٰرَكۡنَا فِيۡهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ
قَدَّرۡنَا فِيۡهَا السَّيۡرَ ؕ سِيۡرُوۡا فِيۡهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيۡنَ ﴿۱۸﴾

উহাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তি স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং উহাদেরকে বলিয়াছিলাম, "তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।" (সূরা আস-সাবা ৩৪:১৮)

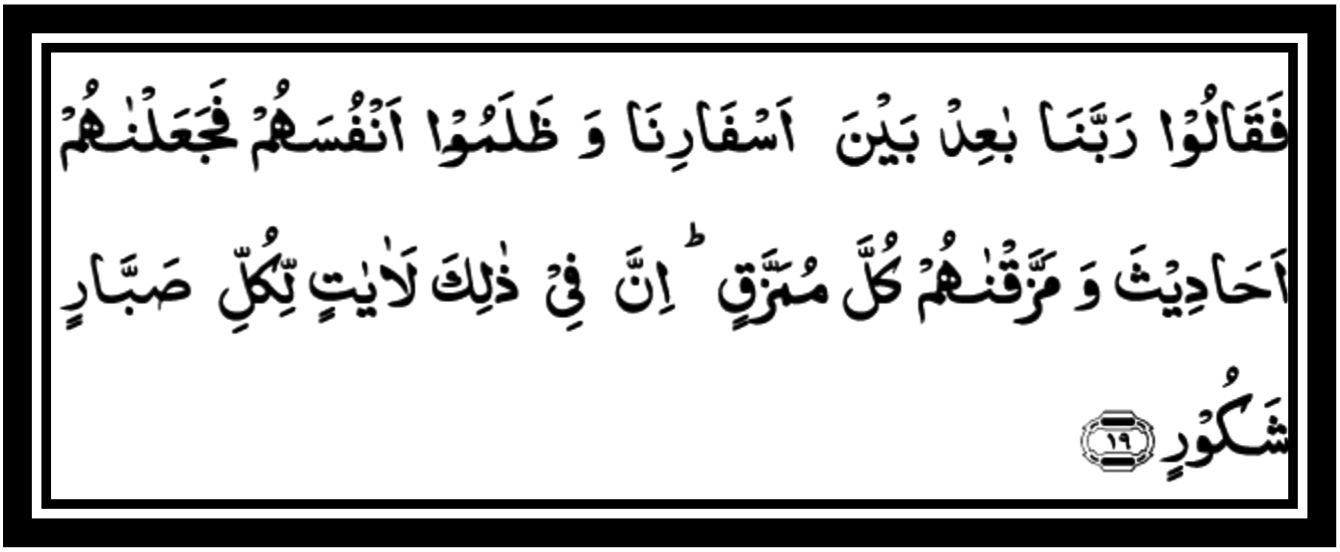
فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ
اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

কিন্তু উহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মঞ্জিলের ব্যাবধান বর্ধিত কর।" উহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিনত করিলাম এবং উহাদেরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যাক্তির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আস-সাবা ৩৪:১৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা সোয়াদ ৩৮:৩০ থেকে ৪০</u>

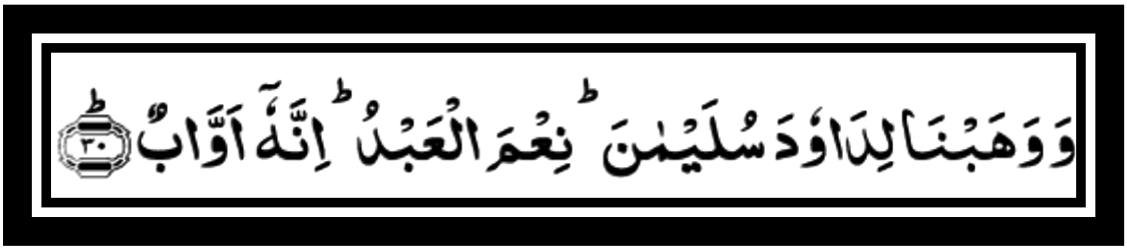
وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

আমি দাউদকে দান করিলাম সুলাইমান. সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩০)

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

যখন অপরাহ্ণে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল; (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩১)

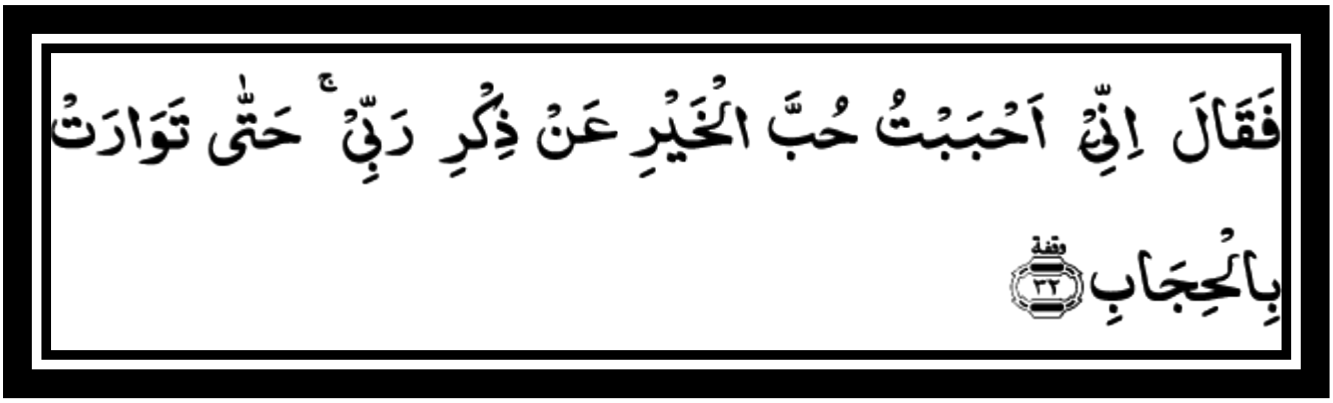
فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

তখন সে বলিল, "আমি তো প্রতিপালককে স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে;" (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩২)

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশে ছেদন করিতে লাগিল। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৩)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰي كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾

আমি তো সুলাইমানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হইল। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ
اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।' (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৫)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾

তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত; (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৬)

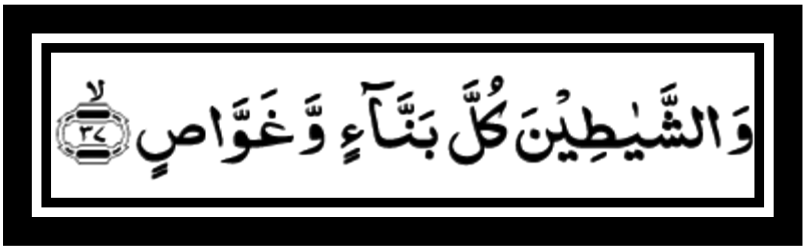
وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

এবং শয়তানদেরকে, যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি; (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৭)

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

এবং শৃঙ্খলে অবদ্ধ আরও অনেককে। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৮)

هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمۡنُنۡ أَوۡ أَمۡسِكۡ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٣٩

'এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পারো। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।' (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৯)

وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابٖ ٤٠

এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৪০)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা মহান পরম করুণাময় দয়ালু মেহেরবান আল্লাহর কাছে আমাদের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আরও দোয়া করি হে আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে দিন এবং সহজ সরল পথ, নবী রাসুলদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন। আপনার কাছে আমরা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করছি।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/